দৈনিক
জনকণ্ঠ

17 MAY 2005

দু'হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও বাতিল সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার ॥ অবিলম্বে পঞ্চাশটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দু'হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর এমপিও বাতিলের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য প্রধান উপদেষ্টার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ। শুক্রবার পাঠানো ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদ স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে এ আহ্বান জানানো হয়েছে। নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের খারাপ ফলাফলের জন্য শিক্ষকদের বেতন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার যা শিক্ষক শ্রেণীকে উপোসে রাখবে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সরকারী-বেসরকারী দু'ধারায় শিক্ষকরা একই যোগ্যতার অধিকারী। অভিন্ন সিলেবাস পড়ান, পরীক্ষা নেন এবং খাতা দেখেন। পরীক্ষায় ভাল ফলাফল এই দু'ধারার প্রতিষ্ঠানেই রয়েছে। দেরিতে হলেও ১৬শ' সরকারি কলেজ শিক্ষক পদোন্নতি পাচ্ছেন। আর বেসরকারি শিক্ষকদের ২৫ বছর ধরে প্রাপ্ত ও বিগত আমলে বন্ধকৃত ২ থেকে ৮ বছরে পুনর্বহাল না হলেও ৫০টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ২ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশই (এমপিও) সরকার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবি জানাই। বিবৃতি প্রদানকারীদের কয়েকজন হলেন ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, আহ্বায়ক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান, অধ্যাপক আসাদুল হক, অধ্যক্ষ আব্দুর রশীদ, অধ্যক্ষ এম এ সাত্তার, যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম এ জলিল, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, মাহবুব আলম তালুকদার, মোঃ আব্দুল মান্নান, খান মোশাররফ হোসেন, এম আরজু, প্রমুখ।